# অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এ Temenos T24 অনলাইন ব্যাংকিং-এর শুভ উদ্বোধন

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা

০১ ফাল্গুন ১৪১৭
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১

## বাণী

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন ব্যাংকসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করছে জেনে আমি আনন্দিত।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্রুততম সময়ে জনগণের দৌড়গোড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দিতে অনলাইন ব্যাংকিং এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে জনগণের আকাঙ্খা অনুযায়ী 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক এ অনলাইন ব্যাংকিং চালুকরণ আরেকটি সোপান অতিক্রম করবে বলে আমি মনে করি। অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবহার করে দেশের আপামর জনগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আধুনিক ও গণমুখী ব্যাংকিং সেবায় অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

## বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অগ্রণী ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং-এ অগ্রণী

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সুবিধা এখন সময়ের চাহিদা। এই চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অভিযাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক সর্বপ্রথম অনলাইন ব্যাংকিং চালু করেছে। অগ্রণী ব্যাংক তাদের প্রধান কার্যালয়সহ ব্যাংকের ৭টি সার্কেল অফিস, ৪০টি কর্পোরেট ও এডি শাখা এবং ৫২টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে Core Banking Solution সংস্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ লক্ষে সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত সফ্টওয়্যার কোম্পানী Temenos এর অন্যতম বাংলাদেশ প্রতিনিধি ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেডকে Prime System Integrator হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য অগ্রণী ব্যাংকে সংস্থাপিত Temenos এর T24 অনলাইন ব্যাংকিং সফ্টওয়্যার বর্তমানে বিশ্বে প্রথম অবস্থানে অধিষ্ঠিত এবং পৃথিবীর ৭৮০টি ব্যাংকে এই সফট্ওয়ারটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক ছাড়া আরও ৫টি ব্যাংক যথাক্রমে প্রাইম ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক ও মার্কেন্টাইল ব্যাংক-এ Temenos T24 সফ্টওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অগ্রণী ব্যাংকে এই অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেম প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রাথমিক ভাবে অগ্রণী ব্যাংকের ১০০টি লোকেশনে Temenos T24 সফ্টওয়্যার সংস্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১লা জুলাই, ২০১০ হতে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় এবং ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১০ থেকে এর রমনা শাখায় উক্ত সফ্টওয়্যার সংস্থাপন করে অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চলছে। ২০১১ সালের জানুয়ারীতে আরও ৯টি শাখায় উক্ত সফ্টওয়্যার সংস্থাপন বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত সর্বমোট ১১টি শাখায় অনলাইন ব্যাংকিং চালু হয়েছে। শাখাগুলো হলো যথাক্রমে- (১) প্রধান শাখা, মতিঝিল, ঢাকা (২) রমনা শাখা, রমনা, ঢাকা (৩) বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা (৪) কমার্শিয়াল এরিয়া শাখা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম (৫) নিউমার্কেট শাখা, সোহ্‌রাওয়ার্দি রোড, চট্টগ্রাম (৬) লালদীঘির পাড় শাখা, সিলেট (৭) রংপুর শাখা, রংপুর (৮) সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী (৯) স্যার ইকবাল রোড শাখা, খুলনা (১০) চকবাজার শাখা, বরিশাল ও (১১) ফরিদপুর শাখা, ফরিদপুর। আগামী মার্চ, ২০১১ এর মধ্যে ২৯টি ও জুন, ২০১১ এর মধ্যে ৬০টি সাইটে সংস্থাপন শেষ হলে এবছরের মধ্যে ১০০টি সাইটে অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হবে।

প্রথম ধাপে Retail এবং Credit Module ভিত্তিক সেবাসমূহ নিয়ে Temenos T24 সফ্টওয়ার পরিচালনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে Trade Finance, Treasury ইত্যাদি Module সমুহ বাস্তবায়ন করা হবে এবং একই সাথে বিভিন্ন রিয়েলটাইম অনলাইন ব্যাংকিং যেমনঃ ATM, Internet Banking, Tele Banking, POS, SMS ইত্যাদি সম্পৃক্তকরণ শেষে প্রচলন করা হবে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে উক্ত সফ্টওয়ার পরিচালনা উপযোগী Data Center তৈরী, Disaster Recovery Site, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, ডাটাবেজ ক্রয় এবং নেটওয়ার্ক সংস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে চাচ্ছে।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড সর্বপ্রথম ৮৬৭টি শাখার প্রতিটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার হার্ডওয়ার, সফট্ওয়্যার ও ইন্টারনেট স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এ নেটওয়ার্কের আওতায় প্রবাসীদের কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সের প্রেরিত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে তাদের স্বজনদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। অগ্রণী ব্যাংকের সকল চিঠিপত্র, সার্কুলার, নির্দেশনা, প্রজ্ঞাপন, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ব্যাংকের সকল শাখা, আঞ্চলিক কার্যালয় ও সার্কেল সচিবালয়ে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। ব্যাংকের বিভিন্ন তথ্য, সেবা ও পণ্যের বিবরণ সম্মানিত গ্রাহকদের কাছে তুলে ধরতে ব্যাংকের একটি আকর্ষণীয় Website (www.agranibank.org) রয়েছে। গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে 'শাখা ব্যাংকিং সফট্ওয়্যার' এর মাধ্যমে ৪২৫টি শাখা পূর্ণাংগভাবে কম্পিউটারায়ণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৪২টি শাখার পূর্ণাংগ কম্পিউটারায়ণ ২০১১ সালেই সম্পন্ন হবে। ফলে ব্যাংকের ৮৬৭টি শাখা-ই 'ব্যাংকিং সফট্ওয়্যার' ভিত্তিক কম্পিউটারায়ণের আওতাভুক্ত হবে। এভাবে আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত ব্যাংকিং সেবা জনগণের দোরগোড়ায় প্রদানের মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিন বদলের লক্ষ্যে ভিশন - ২০২১ বাস্তবায়নে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অন্যদিকে অগ্রণী ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য Prime Bidder ও Systems Integrator হিসেবে নিয়োজিত ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেড এর Temenos T24 Banking Software এর পাশাপাশি নিজস্ব ব্যাংকিং সফ্টওয়্যার 'ফ্লোরা ব্যাংক' ব্যাংকিং সেক্টরে অদ্যবধি সমাদৃত এবং সু-পরিচিতি লাভ করেছে যা বর্তমানে চারটি ব্যাংক যথাক্রমে মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, ট্রাষ্ট ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংকে Core Banking Solution হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে এবং অগ্রণী ব্যাংকসহ জনতা ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকে Branch Banking Solution হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দেশ ব্যাপী প্রায় ৬০০টি শাখায়। অদ্যবধি লোকাল এটিএম নেটওয়ার্ক যেমনঃ ই ক্যাশ, কিউ ক্যাশ, ডাচ বাংলা এবং ভিসা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লোরা ব্যাংক সফ্টওয়্যার এর সাথে সংযুক্ত। এছাড়া 'ফ্লোরা ব্যাংক' সফ্টওয়্যার সকল আন্তর্জাতিক কার্ড প্রসেসিং টেকনোলোজি এবং ISO 8583 প্রোটোকল সাপোর্ট করে। 'ফ্লোরা ব্যাংক' সফ্টওয়্যার যেসব ব্যাংক ব্যবহার করছে সেসব ব্যাংকের ক্রেতারা যখন তখন যে কোন জায়গা থেকে তাদের লেনদেন যেমনঃ ডিপোজিট, উত্তোলন, বৈদেশিক রেমিটেন্স, এলসি খোলা ইত্যাদি সম্পাদন করতে পারবে। 'ফ্লোরা ব্যাংক' ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর আওতায় কাষ্টমার শুধু বাংলাদেশেই নয়, দেশের বাহিরেও উক্ত ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। 'ফ্লোরা ব্যাংক' এর এসএমএস ব্যাংকিং এবং টেলি ব্যাংকিং সার্ভিস কাষ্টমারদের তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যালেন্স চেক করা, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় (ইউটিলিটি) বিল দেয়া ও অন্যান্য ব্যাংকিং লেনদেন সম্পাদন করার সুযোগ করে দেবে। এছাড়াও 'ফ্লোরা ব্যাংক' সফ্টওয়্যার এর ইসলামিক ব্যাংকিং অপারেশনের জন্য কার্যকর ইসলামিক ভার্ষন রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম অগ্রণী ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমে Temenos T24 সফ্টওয়্যার সংস্থাপন তথ্যপ্রযুক্তি খাতে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এ ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করে ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেড আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার রূপরেখায় অগ্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ ফাল্গুন ১৪১৭
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১

## বাণী

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ১১টি শাখায় অনলাইন ব্যাংকিং চালু হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আধুনিক ও উন্নততর ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এ পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে ২০২১ সালে। সেই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের এ পদক্ষেপ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের এ উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো জনগণের সম্পদ। ব্যাংকগুলোর উন্নতি প্রকৃতপক্ষে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মাপকাঠি। আধুনিক প্রযুক্তি এবং সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ দিয়ে ব্যাংকগুলো বর্তমান সময়ের উপযোগী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের আপামর জনসাধারণের ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের অধিকার সুনিশ্চিত করাও এর মাধ্যমে সম্ভব।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের দায়িত্ব অনেক। অনলাইন ব্যাংকিং চালুর মধ্য দিয়ে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের মধ্যে অনলাইনে সর্বাগ্রে এ ব্যাংকের পদচারণা প্রশংসার দাবি রাখে।

অগ্রণী ব্যাংকের এ পদক্ষেপকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত

গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

## বাণী

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মত অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডও স্বাধীনতার ফসল। জনগণের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড 'অগ্রণী' ভূমিকা পালন করছে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে যা সত্যিকার অর্থে জনগণের কাঙ্খিত ব্যাংকিং সেবার মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এটা অগ্রযাত্রা এবং বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প - ২০২১ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ ব্যাংকের সর্বপ্রথম অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

জনগণের কল্যাণে সর্বতোভাবে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল প্রচেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

ড. আতিউর রহমান

সচিব
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

স্বাধীনতার অন্যতম ফসল অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ অবদান রেখে আসছে।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড দেশের সকল বিভাগীয় শহরে অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করছে। এতে ব্যাংকিং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে ও দ্রুততম সময়ে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত হবে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের এ যুগান্তকারী পদক্ষেপ জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাংকিং সেবার সাথে সম্পৃক্ত করবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল হোক।

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী

Agrani Bank Limited

চেয়ারম্যান
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

## বাণী

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি বিনির্মাণে এক বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ ব্যাংক জনগণের সম্পত্তি।

তাই জনসাধারণের প্রতি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর দায়বদ্ধতা অনেক। সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে এ দায় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের উপর বর্তায়। আমরা প্রায় দু'বছরের কার্যকালে এ ব্যাংকের ব্যবসায়িক অগ্রগতি ও গ্রাহক সেবার মান-উন্নয়নে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় সামিল হতে আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রথম অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছি। দিন বদলের লক্ষ্যে ভিশন - ২০২১ বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জনগণের দোরগোড়ায় আধুনিক ও উন্নত ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। জনকল্যাণমুখী ঋণ প্রকল্পগুলো গ্রাম বাংলার জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ব্যাংকের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। আমরা অচিরেই এ সেবা ৮৬৭টি শাখার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেব।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাংকের ৭০ লাখ গ্রাহককে অনলাইন সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

ড. খন্দকার বজলুল হক

Agrani Bank Limited

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

## বাণী

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড অন্যতম। বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমান বছরে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড তুলনামূলকভাবে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। নিম্নে ২০০৯ এবং ২০১০ সালে ব্যাংকের অগ্রগতি ও সাফল্যের বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র দেয়া হলোঃ

(কোটি টাকার অংকে)

| খাত | ২০০৯ | ২০১০ | বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|
| আমানত | ১৬৬২৮ | ২০৫১৫ | ২৪%, |
| আমদানী | ৭৭৫৪ | ১৬৭৯২ | ১১৭%, |
| রপ্তানী | ৪৪৬১ | ৬৪৪৩ | ৪৪%, |
| রেমিট্যান্স | ৫১১৮ | ৬৯৫০ | ৩৬%, |
| নগদ আদায় | ১৯৮ | ৩০৯ | ৫৬% |
| নন-ইন্টারেস্ট ইনকাম | ৬৪৫ | ১১০২ | ৭১% |

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Digital Bangladesh গড়ার ঘোষনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দক্ষ মানব সম্পদ নিয়ে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ১১ টি শাখায় অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিভাগকে সংযুক্ত করেছে। মার্চ, ২০১১ নাগাদ আরো ২৯ (উনত্রিশ) টি শাখা এবং জুন, ২০১১ নাগাদ আরো ৬০ (ষাট) টি গুরুত্বপূর্ণ শাখাকে সম্পূর্ণ অনলাইন কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। ২০১২ সালের মধ্যে সারাদেশে জনসাধারনের মাঝে এ সুবিধা পৌছে দেয়ার আশা রাখছি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর ৮৬৭ টি শাখার সবগুলো শাখাতেই Internet Connectivity রয়েছে। আমাদের ব্যাংকই প্রথম Internet এর মাধ্যমে সকল ধরণের সার্কুলার প্রধান কার্যালয় হতে প্রতিটি শাখায় প্রেরণ করছে। আমরা পর্যায়ক্রমে paperless correspondences এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রতিটি শাখায় Internet Connectivity থাকার কারনে আমাদের নিজস্ব Software এর মাধ্যমে বিদেশ হতে প্রাপ্ত প্রবাসীদের Remittance সাথে সাথে উপকারভোগীদের হিসাবে জমা করা বা তাদের হাতে নগদ টাকা পৌছে দিতে সক্ষম হচ্ছি।

গত বছর আমরা পেয়েছি ০৩ (তিন) টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পন্ন পুরস্কার। এর একটি দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা সার্ক এর সহযোগী সংস্থা সাফা কর্তৃক প্রদত্ত Best Presented Accounts Awards 2009 এবং অপর ০২ (দুই) টি আইসিএবি কর্তৃক প্রদত্ত Best Published Accounts Reports 2009 এবং Corporate Governance Disclosures Award 2009.

আমরা অনলাইন সেবার পাশাপাশি Internet, Mobile Banking এবং Green Banking সহ সকল প্রকার Online Banking ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করতে চাই যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Vision 2021 এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃঢ় পদক্ষেপ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

সৈয়দ আবদুল হামিদ

FLORA TELECOM

চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেড

## বাণী

অগ্রণী ব্যাংকের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে আমি ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রাইম সিস্টেম ইনটিগ্রেটর হিসেবে ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেডের সাথে অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি হওয়ায় আমি গর্বিত।

বর্তমান দিন বদলের সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সকল সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকে অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেম সংস্থাপন একটি বাস্তবমুখী চাহিদা। এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে Temenos এর অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেড Temenos T24 ব্যাংকিং সফ্টওয়্যার বিভিন্ন ব্যাংকে সংযুক্তির কার্যাদেশ পেয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী যে, ফ্লোরা টেলিকম লিমিটেড ব্যাংকিং খাতে অনলাইন সিস্টেম সংস্থাপনে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবে এবং বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতকে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর রূপরেখাকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে আমি অগ্রণী ব্যাংকের অনলাইন কার্যক্রম এবং এর ব্যবসায়িক সাফল্য কামনা করছি।

মোস্তাফা রফিকুল ইসলাম

FLORA TELECOM - Enabling the Path of Digital Bangladesh

Agrani Bank Limited

FLORA TELECOM